প্রথম আলো

তারিখ 10 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

সেমিনারে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দেশে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বনাশ করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, দেশে তিন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা সর্বনাশ করছে। মাদ্রাসা থেকে না হয়ে ইংরেজি মাধ্যম থেকে জঙ্গি তৈরি হচ্ছে। মানুষ নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে। উধাও হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ আর কীভাবে গড়বে?

গতকাল মঙ্গলবার রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ (রিইব) এবং নেটজ বাংলাদেশ আয়োজিত জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এসব কথা বলেন। সেমিনারে নেটজ বাংলাদেশের সহায়তায় রিইবের একটি প্রকল্পে কীভাবে পারটিসিপেটরি অ্যাকশন রিসার্চ বা গণগবেষণা-প্রক্রিয়ায় তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনীর বিভিন্ন সেবা পাচ্ছে, তা তুলে ধরেন আলোচকেরা।

সেমিনারে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, রাষ্ট্রের নাম পাল্টালেও বৈষম্য রয়ে গেছে। দেশ যত উন্নত হচ্ছে, বৈষম্য তত বাড়ছে। বিষয়গুলো রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হবে। জনগণ সম্পৃক্ত ছিল এ ধরনের তিনটি আন্দোলনের উদাহরণ তুলে ধরেন তিনি। এর মধ্যে একটি ছিল ওসমানী উদ্যানে গাছ কেটে মিলনায়তন তৈরি। আরেকটি ছিল আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর তৈরি। এ দুটো আন্দোলনে জনগণের সম্পৃক্ততার কারণে প্রশাসন সফল হতে পারেনি। তবে লালনের আখড়া রক্ষার আন্দোলন সফল হয়নি, জনগণ সেভাবে সম্পৃক্ত হয়নি বলে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন রিইবের চেয়ারম্যান শামসুল বারি। এতে মূল বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন রিইবের নির্বাহী পরিচালক মেঘনা গুহঠাকুরতা। রিইব ৫টি জেলার ১০টি উপজেলার ২০টি ইউনিয়নে কাজ করছে প্রান্তিক ও বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠী নিয়ে। এসব এলাকায় ৭৫টি গণগবেষক দল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৭টি আছে নারী দল।

সেমিনারে রাজশাহীর লিপি টুডু, নীলফামারীর হাসনা বানু, একই এলাকার জীবন রায়সহ বিভিন্ন ব্যক্তি তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা জানান। তাঁরা বলেন, প্রথম দিকে প্রশাসনের চোখরাঙানি দেখতে হলেও প্রশাসন যখন বুঝতে পারে, দলের সদস্যরা সব তথ্য জেনেই আসছে, তখন তথ্য দিয়ে দিচ্ছে এবং বিভিন্ন সেবার আওতায় আনছে।

সেমিনারে রিইবের ভাইস চেয়ারম্যান হামিদা হোসেন, বোর্ড মেম্বার আনিসুর রহমান, নিজেরা করির সমন্বয়ক খুশী কবির, সাবেক তথ্য কমিশনার সাদেকা হালিম, নেটজ বাংলাদেশের প্রোগ্রাম ম্যানেজার শারমিন ইসলাম বক্তব্য দেন।